দৈনিক ইত্তেফাক

১৫৭

তারিখ JUL 17 1999
পৃঃ ৩ কলাম ৩

রংপুর ও গাইবান্ধার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস

রংপুর সংবাদদাতা ॥ শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষাদান নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে সরকার শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী গ্রহণ করিলেও রংপুর ও গাইবান্ধা জেলায় ডিলার নিয়োগ-সহ বিভিন্ন জটিলতার কারণে হাজার হাজার শিক্ষার্থী শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য হইতে বঞ্চিত হইতেছে। ইহাতে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থীর উপস্থিতির হার দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। জানা গিয়াছে, গংগাচড়া থানায় দাপ্তরিক জটিলতার কারণে প্রাইমারী শিক্ষার্থীরা খাদ্য-প্রাপ্তিতে বিলম্ব হওয়ায় শিশুরা বিদ্যালয়ে যাইতে অনিহা প্রকাশ করিতেছে। অপরদিকে গাইবান্ধা জেলায় সাদুল্যাপুরে ডিলার নিয়োগে জটিলতায় থানার প্রায় তিন হাজার শিক্ষার্থী মার্চ হইতে এ পর্যন্ত শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য পায় নাই। ইহাতে শিক্ষার্থীদের পরিবারবর্গের মধ্যেও চলিতেছে হতাশা। জানা গিয়াছে গাইবান্ধা জেলার সাদুল্যাপুর থানায় সরকারী রেজিষ্ট্রার্ড স্যাটেলাইট ও স্বল্পব্যয়ী মিলিয়া মোট ৩৭টি বিদ্যালয়ে সুবিধাভোগী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩ হাজার২২৫ জন। সম্প্রতি সরকার বিদ্যালয়সমূহের ম্যানেজিং সভাপতির পরিবর্তে ডিলার নিয়োগের মাধ্যমে খাদ্য বিতরণের নির্দেশ প্রদান করে। নির্দেশ প্রদানের চার মাস অতিবাহিত হইবার পরও থানা শিক্ষা কমিটি ডিলার নিয়োগ করিতে পারে নাই। (৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

রংপুর ও গাইবান্ধার

(৩য় পৃঃ পর)

এদিকে রংপুরের গংগাচড়া থানার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও আসবাবপত্রের সংকট ও দায়িত্ব পালনে শিক্ষকদের অবহেলার কারণে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হইতেছে। গঙ্গাচড়া থানায় ৮৪টি সরকারী ও ৬৪টি রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩৮১টি শিক্ষক পদ রহিয়াছে। ইহার মধ্যে ১২টি প্রধান শিক্ষক পদসহ ১৩টি শিক্ষক পদ দীর্ঘদিনযাবৎ শূন্য রহিয়াছে। সরকারী নিয়ম অনুযায়ী ৬০ জন শিক্ষার্থীর জন্য ১ জন শিক্ষক থাকার কথা থাকিলেও শিক্ষক না থাকার কারণে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাহত হইতেছে। অপরদিকে অধিকাংশ শিক্ষক শিক্ষিকা তাহাদের ইচ্ছামত কর্মস্থলে যাতায়াত করেন। অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা মাসের শেষে ভুয়া রিটার্ন দাখিল করিয়া মাস শেষে বেতন ভাতা উত্তোলন করেন। কোন কোন শিক্ষক নিজের পরিবর্তে স্থানীয় স্বল্পশিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতিকে মাসিক ৩/৪ শত টাকা দিয়া প্রক্সির মাধ্যমে হাজিরা দিয়া থাকেন। বহু বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সংকটের কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা বসার সুযোগ পাইতেছে না। গংগাচড়া থানার তিস্তা নদী চর এলাকায় ১৩টি সরকারী ও ৬টি রেজিষ্ট্রার্ড বে-সরকারী বিদ্যালয়ের অবস্থা অত্যন্ত করুন। শিক্ষকরা তাহাদের কর্মস্থলে না যাওয়ায় শিক্ষার্থী সংখ্যা শূন্যের কোঠায় দাঁড়াইয়াছে। অভিভাবকরা তাহাদের সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া পার্শ্ববর্তী জেলার বিদ্যালয়গুলিতে লেখাপড়া করাইতেছে। অনেক শিক্ষার্থী লেখাপড়া ছাড়িয়া তাহাদের পিতা-মাতার সহিত সংসারের কাজকর্মে সহযোগিতা করিতেছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে ম্যানেজিং কমিটি থাকিলেও শিক্ষকরা তাহাদের ম্যানেজ করিয়া ফায়দা লুটিতেছে।